বাংলা রাজনৈতিক ছড়া

প্রায় প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে আছে ছড়া। দু'বাংলাতেও অনুরূপভাবে ছড়িয়ে আছে প্রচুর সংখ্যক ছড়া। জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় যোগের কারণে ছড়ার মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-সমাজের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে; তেমনি চিত্রিত হয়েছে মানুষের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। ছড়া একই সঙ্গে অনেক গভীর আবার অত্যন্ত সরল ভাবনা বহন করে। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে ছড়া শিশু মনোরঞ্জনের তাৎক্ষণিক তাগিদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে- এর ছন্দের দোলা, শব্দচয়ন, সবকিছুই বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু ছড়ার গভীরে যে এর চেয়ে অধিক বক্তব্য বিষয় ধরা থাকে তা ছড়া নিয়ে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত আলোচনায় বারংবার উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মৌলিক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অন্তরের অকৃত্রিম আন্তরিকতা বশতই বাংলার লোকছড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আলোচনায় ব্রতী হয়ে ১৩০১ বঙ্গাব্দে রচনা করেছিলেন 'ছেলেভুলানো ছড়া'। 'ছেলেভুলানো ছড়া'র এমনতর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে রসিক বাঙালি পাঠকের নজরে পড়েনি। যতই যান্ত্রিক জীবনে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি ততই বৈচিত্র্যে-র সন্ধানে তো বটেই তাছাড়াও নিজেদের মূলের সন্ধানের তাগিদে লোকসংস্কৃতির শরণাপন্ন হয়েছি। সেই সুবাদে লোকসাহিত্যের চর্চা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লৌকিক ছড়ার বিবিধ বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। স্বভাবতঃই এই চর্বিতচর্বণে না গিয়ে আমরা একটি নতুন বিষয় নির্বাচন করেছি। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া'।

বর্তমান গবেষেণাপত্রটি তৈরি হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভব ও বিকাশের পাশাপাশি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়াকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক ছড়াগুলি মূলত নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত হলেও এই সকল ছড়ার মধ্যে দেশ-কাল-সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করা হল। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত ছড়ায় কিভাবে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ থেকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে তা আলোচিত হল। এই গবেষণার উদ্দেশ্য দুই বাংলার রাজনৈতিক ছড়ার ভাষা ও আঙ্গিকগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা এবং একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ছড়াকে ব্যবহার করেন কেন, তার কারণ অনুসন্ধান করা। এর জন্য আমরা গ্রহণ করব ক্ষেত্রানুসন্ধান ও তুলনামূলক পদ্ধতি। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহায্য নেওয়া হল নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পার্টি ইস্তেহার, দেওয়াল লিখন, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ইন্টারনেটের।

তবে আমাদের আলোচ্য রাজনৈতিক ছড়া আর লৌকিক ছড়া সমগোত্রীয় নয়, এই কথাটি স্পষ্ট করে বলা দরকার। লোকছড়া লোকসমাজের মৌখিক সৃষ্টি কিন্তু রাজনৈতিক ছড়া কোন গোষ্ঠীর দ্বারা তৈরি হয় না এবং কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজনৈতিক ছড়া লেখাপড়া জানা মননশীল মানুষের লিখিত রচনা, যা গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচার ও প্রসার লাভ করে থাকে। রাজনৈতিক ছড়া শোষিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য রচিত। জনমত গঠন এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল ছড়ার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ এবং ভাবনা চিন্তা সবই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা নির্মিত। তাই রাজনৈতিক ছড়াকে আমরা পরিশীলিত মনন ও চিন্তনের প্রকাশ বলতে পারি।

সামগ্রিকভাবে ভারতে এবং তার অংশ হিসেবে বঙ্গে আধুনিক যুগের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ গণতান্ত্রিক চেতনারই অংশ। লক্ষণীয় যে, আধুনিক ছড়ার রচয়িতাগণ সকলেই মধ্যবিত্ত এবং ভারতীয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীর, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণ আধুনিক রাজনৈতিক ছড়ায় লাভ করেছে বিস্তৃত আয়তন।

তুষার নস্কর

(বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)